চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ কনস্টেবল পদে যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হবে–পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ কনস্টেবল পদে যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার আর. এম. ফয়জুর রহমান।

এ ব্যাপারে আজ রবিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় পুলিশ পার্ক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জেলা পুলিশের আয়োজনে মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে এ বিষয়টি জানান।

এসময় তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গায় ২৪ জন পুরুষ কনস্টেবল এবং ৪ জন নারী কনস্টেবল পদে নিয়োগ দেয়া হবে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও মেধা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে শেষ করা হবে। সরকার নির্ধারিত ১২০ টাকা আবেদনপত্রের সঙ্গে পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে সকল আবেদনকারীর কাগজপত্র যাচাই-বাছাই এবং ২২ ফেব্রুয়ারি শারীরিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ শেষে উত্তীর্ণদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ করা হবে প্রার্থীর শারীরিক সক্ষমতা ও মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। এসময় তিনি জেলাবাসীর সচেতন করতে জোর দিয়ে বলেন, যার চাকরী হবে তার মাত্র ১২০ টাকার বিনিময়ে চাকরী হবে। এখানে অন্য কোন পন্থা কাজে আসবে না। এ ব্যাপারে কোন তদবির বা সুপারিশ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবেনা।

মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন ও ডিআই-১ আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান।

দামুড়হুদায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুটি বেকারিতে জরিমানা

অস্বাস্যকর পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় দামুড়হুদার মদনায় দুটি বেকারিতে জরিমানা আদায় করেছেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ।

আজ রবিবার দুপুর দুইটার দিকে দামুড়হুদার পারকষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা বাজারের জনতা ও ভাই ভাই বেকারিতে অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন কর্মকর্তারা। দুটি বেকারিতেই অস্বাস্যকর পরিবেশ ও প্রয়াজনীয় কাগজপত্র না থাকার অপরাধে জরিমানা আদায় করা হয়।

দামুড়হুদা উপজলা সনটারি ইন্সেপেক্টর আনিসুর রহমান জানান, মদনা বাজারের জনতা বেকারিতে ৬ হাজার ও ভাই ভাই বেকারিতে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সেই সাথে সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে পরিস্কার পরিছন্ন পরিবেশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রয়াজনীয় কাগজপত্র করে নেওয়ার জন্য। অন্যথায় পরবর্তিতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার এএসআই মারুফুল ইসলাম সহ সঙ্গীয় ফোর্স।

কোটচাঁদপুরে নিজের অপকর্ম ঢাকতে আদালতে মিথ্যা মামলা

নিজের অপকর্ম ঢাকতে ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে ঝিনাইদহ আদালতে পাতানো ধর্ম বোনকে দিয়ে ধর্ষণ মামলা করিয়েছেন,সুদে ও মাদক কারবারি তবিবর রহমান এমন অভিযোগ ওই মামলার আসামীদের। মিথ্যা ও

হয়রানি মূলক মামলা থেকে অব্যহতি চেয়েছেন তারা। সংশ্লিষ্টদের নিকট দাবি জানিয়েছেন,সুষ্ঠ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনেরও।

ওই মামলার আসামিরা অভিযোগ করে বলেন,ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়নের কন্যা নগর গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেন তোতার ছেলে তবিবর রহমান। সে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নিজ বাড়িতে বাইরে থেকে নারীদেরকে নিয়ে এসে পতিতা বৃত্তি করান।

ব্যবসা করান সুদে ও ইয়াবা সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ওই ঘটনাটি নিয়ে তবিবর আমাদের দোষারোপ করেন। হুমকি দেন ধর্ষণ মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে দেবার। তারই বহির প্রকাশের শিকার হয়েছি আমরা। ওই ঘটনার সঙ্গে আমরা কেউ জড়িত না। তবিবর রহমান তাঁর নিজের অপকর্ম ঢাকতে, পাতানো ধর্ম বোনকে দিয়ে আমাদের নামে আদালতে ওই মিথ্যা মামলা করিয়েছেন।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী(মঙ্গলবার) ঝিনাইদহের বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ধর্ষণের অভিযোগে ৩ জন কে আসামি করে ওই গৃহবধূকে দিয়ে মামলা করান।

ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার কুব্রেগাড়ি গ্রামের লাইনপাড়ার সিদ্দিক আলীর ছেলে মোফাজ্জেল হোসেন(৪০), রায়পুর কামারপাড়ার সুখদাসের ছেলে দিলিপ দাস ও কোটচাঁদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে রাসেল হোসেন(৩০) কে।তিনি মামলায় উল্লেখ করেছেন,মোফাজ্জেল হোসেনের সঙ্গে মোবাইলে পরিচয় হয় তাঁর। এরপর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন মোফাজ্জেল হোসেন। একপর্যায়ে আমাকে দেখা করার জন্য প্রস্তাব দেন তিনি ।

সে কথা মত সরল বিশ্বাসে গেল ২০/০১/২০২৪ ইং তারিখে কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডে যান। এ সময় আগে থেকে ওতপেতে থাকা আসামি মোফাজ্জেল ও দিলিপ মুখে কালো কাপড় দিয়ে চেপে ধরে জোরপূর্বক মটর সাইকেলের মাঝখানে বসিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরান। এরপর তারা আলোচনা করে পরিকল্পনা অনুযায়ী ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আসামী রাসেলের ড্রাগন বাগানের কুড়ে নিয়ে যান।

পরে আসামিরা পর্যায়ক্রমে বাদির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষন করেন। এতে করে গৃহবধূ অচেতন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরলে গেল ২১/০১/২০২৪ তারিখে ভোরে তবিবুর রহমানের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ

করেন। এ সময় আসামী মোফাজ্জেল হোসেন গৃহবধূর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করেন। বলেন ঘটনাটি কাউকে না বলার জন্য। বাদী ওই কথায় রাজি না হলে আসামীগণ তাদের কাছে থাকা বাদীর ধর্ষণের আপত্তিকর ছবি ওই গৃহবধূর মোবাইলে দিয়ে টাকা দাবি করেন। এর পেক্ষিতে আসামি দিলিপ দাসের কাছে ৫০ হাজার টাকাও দেন ওই গৃহবধূ । এরপর ও তারা হুমকি ধামকি অব্যহত রেখেছেন।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করতে গেলে,পুলিশ আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেন বলে বাদি মামলায় উল্লেখ করেছেন। আসামিরা বলেন, তবিবর রহমানের সঙ্গে কোন আত্মীয়ের সম্পর্ক নাই ওই গৃহবধুর। সে কোটচাঁদপুর উপজেলার কুশনা গ্রামের সাদ্দামের স্ত্রী। ওই সংসারে তাঁর ৩ টি সন্তানও আছে।

যার মধ্যে ২ টি মেয়ে ও ১ টি ছেলে। এদিকে গৃহবধূ মামলায় বাড়ির ভূল ঠিকানা ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ করেছেন স্বামী পরিত্যক্তা।

বিষয়টি নিয়ে স্বামী সাদ্দাম হোসেন বলেন,গত ৫/৬ মাস আগে বাপের বাড়িতে বেড়াতে যাবার কথা বলে বের হন বাড়ি থেকে। এরপর আর বাড়িতে আসেন নাই। ফোন করে চলে আসতে বললে আজ আসছি কাল আসছি বলে বিভিন্ন তালবাহানা করে। তবে সে কোটচাঁদপুরে থাকে কি আমার জানা নেই। মোবাইলে জিজ্ঞাসা করলে বলেন বাপের বাড়ি বেনাপল আছি। সময় হলে চলে আসবো। কবে ধর্ষণ হয়েছে বা মামলা করেছে আমার জানা নেই। কয়েকদিন ধরে একটি ইয়াবা সেবনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখছি তাতে আমার স্ত্রী কে দেখা যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন,আমার স্ত্রীকে আমি তালাক দেয়নি। আমার স্ত্রীও কোন তালাক দেননি। এ ছাড়া তালাকের কোন কাগজও আমার হাতে আসেনি। আজ জানতে পারলাম সে আমাকে তালাক দিয়েছেন বলে মামলায় উল্লেখ করেছেন।

মামলা প্রসঙ্গে তবিবর রহমান বলেন,কন্যানগর বাজারে আমার চায়ের দোকান ছিল। ওই দোকান থেকে আসামিদের সঙ্গে পরিচয়। আর মোফাজ্জেল আমার শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে আত্মীয়। সে সুবাধে আমার বাড়িতে তাদের যাতায়াত ছিল। তারা আমার ধর্ম বোনের সঙ্গে এমন কাজ করবে আমি বুঝতে পারিনি। আমি কোন মিথ্যা মামলা করায়নি। তারা পরিকল্পিত ভাবে তাকে ধর্ষন করেছেন। ওই মামলায় আমার বোনই বাদি হয়ে আদালতে মামলা করেছেন। তারা যা বলছেন মিথ্যা,বানোয়াট কথা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটির উপপরিদর্শক (এসআই) গৌরাঙ্গ হরি বলেন,আদালতের মামলা সম্পর্কিত কোন কাগজ আমাদের

কাছে আসে না। থানা থেকে যদি আমাকে তদন্তের জন্য দেন,সে সময় আমরা জানতে পারি। এ সম্পর্কে জানতে আপনারা থানার বকসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এদিকে মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা থেকে অব্যহতি চেয়েছেন আসামিরা। দাবি জানিয়েছেন সুষ্ঠ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনেরও।

দর্শনায় ২ কেজি গাঁজাসহ ইজিবাইক উদ্ধার; গ্রেফতার ১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২কেজি গাঁজাসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনা রেল বাজারের শহিদুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনের পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই খান আঃ রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ একটি ইজিবাইকসহ রিপনকে (৩৫)গ্রেফতার করে। পরে তার ইজিবাইক তল্লাশি করে কসটেপ মোড়ানো ভারতীয় ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। গ্রেফতাররকৃত রিপন দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের আঃ রহমানের ছেলে।

আজ শুক্রবার তার বিরুদ্ধে এস আই আঃ রহমান বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দর্শনায় পশু চিকিৎসকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর মদনা গ্রামের আসাদুলের ছেলে পল্লীপ্রাণি চিকিৎসক সাইদুজ্জামান কে মোবাইল কোর্টে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও পল্লী প্রাণী চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ভেটেনারী কাউন্সিল আইন ২০১৯ এর ৩৮ ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন মোবাইলের কোর্টের বিচারক দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি)সজল কুমার।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগীতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ নীলিমা আক্তার হ্যাপী।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভেটেনারী সার্জন ডা:নাজমুল হাসান শাওন, কার্পাসডাঙ্গা লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইটার বিল্লাল হোসেন, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় টেকনিশিয়ান হয়ে চক্ষু চিকিৎসার দায়ে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় এমবিবিএস চিকিৎসকের ভুয়া সিল ব্যবহার করে ভুয়া পরিচয় ও চিকিৎসার নামে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে একজনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর-এরশাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা করা হয়। যাঁকে জরিমানা করা হয়েছে, তাঁর নাম মনজুরুল ইসলাম (২৫)। তিনি ওই ক্যাম্পের চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি মাগুরা জেলার আলাইপুর গ্রামের

বাসিন্দা।

অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিচালক ডা: হাদি জিয়াউদ্দীন আহমেদ ও থানা পুলিশের সদস্যরা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও স্নিগ্ধা দাস বলেন, ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে চক্ষু ক্যাম্পে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ওই ক্যাম্পের টেকনিশিয়ান হয়ে তিনি নিজেকে এমবিবিএস চিকিৎসক পরিচয়ে চক্ষু চিকিৎসা করছিলেন। নিজের নাম-পরিচয় গোপন রেখে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নামের সিলও ব্যবহার করেন। চক্ষু চিকিৎসার বিষয়ে তাঁর ডিগ্রি না থাকার পরও নিজেকে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক পরিচয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্প বসিয়ে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিলেন। অভিযানে অভিযোগে সত্যতা পাওয়ায় তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দর্শনায় ডিবির অভিযানে ইয়াবাসহ রাঙ্গিয়ারপোতার সালাম আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যদের হাতে ৪০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ সালাম (৩৮) নামের এক ইয়াবা ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ ফ্রেব্রয়ারি) সকালে সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়ীয়া এলাকা হতে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত সালাম দর্শনা উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের মাঝেরপাড়ার মৃত কবির হোসেনের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমানের দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদকবিরোধী

অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই মুহিদ হাসান ও এএসআই মাহমুদুল হাসান সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়ীয়া এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে আকন্দবাড়ীয়া গ্রামস্থ হাসানের চায়ের দোকানের সামনে দর্শনা-জীবননগরগামী আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর হতে সালাম নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তির হেফাজত হতে উদ্ধারপূর্বক জব্দ করা হয় ৪০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট।

এ ঘটনায় আটককৃত সালামের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচির আংশিক পরিবর্তন

মেহেরপুরসহ কয়েকটি জেলার পুলিশ কনষ্টেবল রিক্রুট (টিআরসি) পরীক্ষার সময়সূচী আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ লাইনস মাঠে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়,সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী ঢাকা,রাজবাড়ী,ফেনী,লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা,বগুড়া দিনাজপুর, সিলেট, কালকাঠি,পটুয়াখালী, নারায়ণগঞ্জ,মুন্সিগঞ্জ,কক্সবাজার,মেহেরপুর, নাটোর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, শেরপুর, ভোলা, বরগুন,ময়মনসিংহ,গাজীপুর,শরীয়তপুর জেলায় তিন পরীক্ষার সময়সূচিতেই পরিবর্তন আনা হয়েছে।

সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী এসব জেলায় শারীরিক মাপ, কাগজপত্র যাছাই ও ফিজিক্যাল এনডিউরেন্স টেস্ট হবে ২০-২৩ ফ্রেব্রুয়ারি সকাল ৮টায়। লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৬ মার্চ সকাল ১০টায়। মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষা হবে ২৩ মার্চ সকাল ১০টায়।

পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী এসব জেলায় শারীরিক মাপ ও ফিজিক্যাল এনডিউরেন্স টেস্ট হওয়ার কথা ছিল ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায়।

দামুড়হুদায় কীটনাশক ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামে মোবাইল কোর্টে কীটনাশক ব্যবসায়ীর ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে কানাইডাঙ্গা বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সজল কুমার দাস।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গায় মোবাইল কোর্টে কীটনাশক ব্যবসায়ী কামরুল হাসানকে নকল থিয়োভিট সার বিক্রির অপরাধে কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এর ১৯ ধারা মোতাবেক ২৫ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১ মাসের জেল প্রদান করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সজল কুমার দাস।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শারমিন আক্তার। এস এ পিপিও খবিরুল ইসলাম, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মামুন অর রশীদ ও মো:জান্নাতুল ফেরদৌস। অভিযান পরিচালনায় সাহায্য করেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির একটি চৌকস টিম।

মেহেরপুরে সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের মতবিনিময় সভা

সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর গাংনী ও মুজিব

নগর উপজেলার সশস্ত্র বাহিনী প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে।

বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটের সময় বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা মেহেরপুর জেলা ইউনিটের কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডের সভাপতি মোঃ মিনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,মেজর মোছাঃ সাবিনা খাতুন।

এসময় তিনি সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের ন্যায্য দাবী যথা প্রাক্তন সেনাসদস্যদের স্ত্রী-ছেলেমেয়ে বাবা-মা সহ দেশের যেকোন সরকারি হাসপাতালে সকল রোগের সম্পূর্ণ ফ্রী চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এইসকল বিষয় নিয়ে উপস্থিত প্রাক্তন সদস্যদের সুখ-দুঃখের বিভিন্ন কথা ধৈর্য সহকারে শুনেন এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

এ ছাড়াও সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডের বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডেরর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, কোষাধক্ষ্য আব্দুল হামিদ ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।